Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২০ আগস্ট, ২০১৯

৪২ বর্ষ ৩৩ সংখ্যা ১৯ আগস্ট, ২০১৯, সোমবার, ১ ভাদ্র, ১৪২৬

দেশপ্রেম দিবস পালন করলো বামপন্থীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ১৫ আগস্ট, বর্ধমান : বামপন্থীরা জেলাজুড়ে দেশপ্রেম দিবস পালন করলো ১৫ আগস্ট। মানববন্ধন, রাখীবন্ধন, বৃক্ষরোপণের মধ্য দিয়ে ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস পালন করলো বামপন্থী গণসংগঠন। বর্ধমান সদর, ভাতাড়, মেমারি, কালনা, গুসকরা, গলসি, কাটোয়া, বর্ধমান শহর সহ সর্বত্র দিনটিকে পালন করা হয়।

এদিন শহরের কার্জনগেটে বামফ্রন্টের ডাকে দু ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভ চলে। এখানে বক্তব্য রাখেন অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, কৃষ্ণা গাঙ্গুলি, ফজলুল হক, কামালউদ্দিন মল্লিক, শওকত আলি সহ বামফ্রন্টের নেতৃবৃন্দ। সকল বক্তা কাশ্মীরে ৩৭০ ধারা এবং ৩৫-এ ধারা বিলোপ করে কাশ্মীরের মানুষের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন। সেনা দিয়ে অবরুদ্ধ কাশ্মীর। বামপন্থীরাই বারেবারে দেশের সংকটকালে পাশে দাঁড়িয়েছে। এর আগে চীন-ভারত যুদ্ধে,

—এরপর চারের পাতায়

বিক্ষোভ সভা কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ আগস্ট : সংবিধানের ৩৭০ ধারা বিলোপ-এর প্রতিবাদে কালনায় দুটি অবস্থান বিক্ষোভ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সিপিআই(এম) কালনা-২ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে প্রথম সভাটি অনুষ্ঠিত হয় বৈদ্যপুর গ্যারেজে। বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য সুকান্ত কোঙার, তপন মুখার্জী, জয়দীপ ভট্টাচার্য প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন প্রবীণ পার্টি নেতা সুধীর ঘটক। সিপিআই(এম)-এর কালনা-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে দ্বিতীয় সভাটি অনুষ্ঠিত হয় নিভুজি মোড়ে। বক্তব্য রাখেন— বীরেন ঘোষ, মধু সিংহরায়, হালিম শেখ, শ্যামল পাল প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সুকুল শিকদার। সংবিধানের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ঘৃণ্য আক্রমণ ও ৩৭০ অনুচ্ছেদ বাতিল করার প্রতিবাদে বক্তরা বলেন—আজ অশান্তির দোলাচলে কাশ্মীর। কাশ্মীরে যা ঘটানো হয়েছে, তা হল সংবিধান, গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ওপর আক্রমণ। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করতে ঐক্যবদ্ধভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হওয়ার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

বন্ধ অফিস ঘরের দরজা খুললেন পরিবহণ শ্রমিকরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১১ আগস্ট : সিটু পরিচালিত বাস শ্রমিকদের কালনা নতুন বাসস্ট্যান্ডের অফিসটি ২০১১ সালে রাজ্যে পালা বদলের পর বন্ধ হয়। সিআইটিইউ অনুমোদিত বর্ধমান মোটর ট্রান্সপোর্ট ওয়াকার্স ইউনিয়নের কালনা শাখার উদ্যোগে পরিবহণ শ্রমিকরা এদিন সেই বন্ধ অফিসের সামনে জমায়েত হলেন। পতাকা উত্তোলন, শহিদ বেদীতে মাল্যদান ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ রক্ষার শপথের মধ্যে দিয়ে এদিন বন্ধ অফিস খুললেন পরিবহণ শ্রমিকরা। নতুন করে অফিস ঘরটির উদ্বোধন করেন প্রবীণ শ্রমিক নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। সংক্ষিপ্ত একটি সভায় এখানে বক্তব্য রাখেন স্বপন ব্যানার্জি, ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সঞ্জিত মুখার্জি।

দুটি রক্তদান শিবির মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ১১ আগস্ট : এস.এফ.আই, ডি.ওয়াই.এফ.আই, মহিলা সমিতি ও সি.আই.টি.ইউ মেমারি পূর্ব ও পশ্চিম এরিয়া কমিটির উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। মেমারি চকদিঘি মোড় লরি ইউনিয়ন অফিসে সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত শিবিরে ৫ জন মহিলা সহ মোট ৩৪ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। উপস্থিত ছিলেন সনৎ ব্যানার্জী, পিযুষ বিশ্বাস, সন্দীপ মান্না, অনিল মুখার্জী অনুপম ব্যানার্জী প্রমুখেরা। রক্তদান শিবিরে সকাল থেকেই লরি ইউনিয়নের অফিসে সংগঠনের কর্মী ছাড়াও সাধারণ বহু মানুষ শামিল হন। রক্ত সংগ্রহে সহযোগিতা করেন শহিদ শিবশংকর সেবা সমিতি, পূর্ব বর্ধমান।

৭৩তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে রসুলপুর দলুইবাজার দীন সমিতির উদ্যোগে দীন সমিতির সামনে একটি রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হলো। শিবির শুরুর আগে সমিতির সামনে ১০টি ফলের গাছ লাগানো হয়। গাছ লাগানোর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছিলেন পার্থ মণ্ডল, গৌরাঙ্গ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপন সেনগুপ্ত, ভবানী ব্যানার্জী প্রমুখ। রক্তদান শিবিরে ৯ জন মহিলা সহ মোট ১০০ জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

অর্থদান প্রাক্তন শিক্ষকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ৮ আগস্ট : ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের আবার আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন মন্তেশ্বরের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক তপন কুমার ঘোষ। রবিবার সিজনা-উজনা পঞ্চপল্লী উচ্চ বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে তিনি ষাট হাজার টাকার চেক তুলে দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বীরবল মণ্ডলের হাতে। এই অনুষ্ঠানে অন্যান্য গুণীজনদের সাথে উপস্থিত

—এরপর চারের পাতায়

মার্কসীয় সাহিত্যের স্টলের উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ আগস্ট : রাখিবন্ধন, মানব বন্ধন, সংহতি-সম্প্রীতি রক্ষার শপথের মধ্য দিয়ে কালনার ঐতিহ্যবাহী মহিসমর্দিনী উৎসব প্রাঙ্গনে মার্কসীয় বুক স্টলের উদ্বোধন হয়। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রবীণ পার্টি নেতা বীরেন বসুমল্লিক। সিপিআই(এম)-এর কালনা শহর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ গৌরাঙ্গ গোস্বামী, স্বপন ব্যানার্জী, তাপস দাস, কেশব ঘোষ, আলোক রায় প্রমুখ। উদ্বোধনকালে বক্তা বলেন—দেশটাকে কু-সংস্কারের আবহে আচ্ছন্ন করে মানুষকে পুরনরায় প্রাচীন যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে। মানুষ বাঁচতে পারেন—জ্ঞান বিশেষ করে মার্কসীয় জ্ঞান চর্চার মধ্যে দিয়ে। এই স্টল খোলা থাকবে উৎসবের দিনগুলিতে।

পঞ্চকন্যার সংবর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ২৭ মে : সংবর্ধনা পেল মন্তেশ্বরের পঞ্চকনা সোমা দে, প্রিয়া দাস, বৈশাখী ঘোষ, তন্দ্রা দে এবং অঙ্কিতা ঘোষ। যারা আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও কি করে পরীক্ষায় ভালো ফল করা যায় তা করে দেখায় ২০১৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায়। এই সফলতাকে হাতিয়ার করেই তারা অনার্স নিয়ে মন্তেশ্বর কলেজে ভর্তি হয়েছে। ভবিষ্যতে পাঁচ জনেরই স্বপ্ন শিক্ষক হওয়ার। তবে সেই স্বপ্ন পূরণ করার জন্য প্রয়োজন ছিল কোনো সহৃদয় ব্যক্তি বা সংস্থার আর্থিক সাহায্য। গত ৩০ মে দৈনিক গণশক্তিতে ও ৩ জুন নতুন চিঠি-তে পঞ্চকন্যার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর তা নজরে আসে হাওড়ার বোন এ্যান্ড জয়েন্ট

—এরপর চারের পাতায়

পুলিশি বাধা টপকেই যুব-কর্মসূচি মন্তেশ্বরে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মন্তেশ্বর, ১৭ আগস্ট : মন্তেশ্বরে একমাত্র শাসক দল ছাড়া অন্য কোনো দলকে কর্মসূচি করতে দেবে না বলে লিখিত হুমকি দিয়েছিলেন মন্তেশ্বর থানার ও-সি। সেই হুমকিকে অগ্রাহ্য করে এদিন ঘোষিত কর্মসূচি সংগঠিত করলো এলাকার যুবকরা। উল্লেখ্য ডি.ওয়াই.এফ.আইয়ের রাজ্য কমিটির কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে মন্তেশ্বরে বেকারদের চাকরির নকল আবেদনপত্র পূরণের ক্যাম্প করতে চেয়েছিল স্থানীয় যুবরা। মন্তেশ্বর থানার ওসি সৈকত মণ্ডল স্বয়ং আইন-শৃঙ্খলার অবনতির আশঙ্কা দেখিয়ে যুবদের আবেদন খারিজ করে সেকথা আবেদন পত্রের উপর লিখে দেন। অভিযোগ ওসি মৌখিক হুমকি দিয়ে বলেন—এই কর্মসূচি আমি কোনোভাবেই করতে দেব না। কিন্তু সেই হুমকিকে অগ্রাহ্য করেই আজ বিকালে মন্তেশ্বর বাজারে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের মন্তেশ্বর আঞ্চলিক কমিটির উদ্যোগে ক্যাম্প সংগঠিত হয়। ওসির ফতোয়া অগ্রাহ্য করে বহু যুবক-যুবতী এমনকি প্রতিবন্ধীরাও ট্রাই সাইকেলে ক্যাম্পে এসে ফর্ম পূরণ করে। এই কর্মসূচির লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আনুষ্ঠানিক বক্তব্য রাখেন সংগঠনের পূর্ব বর্ধমান জেলা কমিটির সম্পাদক অয়নাংশু সরকার ও সভাপতি প্রলয় আইচ, বরুণ দত্ত, স্বরূপ ঘোষ প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন সুশান্ত মণ্ডল। বক্তারা বলেন—বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পুঁজিপতিদের স্বার্থে নীতি গ্রহণ করে চলেছে। একে একে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলি বিক্রি করে দিচ্ছে। রেলে তিন লক্ষ শূন্যপদ পূরণ তো দূরের কথা নতুন করে তিন লক্ষ কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছে। অন্যদিকে এ রাজ্যে শুধু মেলা খেলার নামে বিভিন্ন উৎসবে যুব সমাজকে মাতিয়ে রাখা হচ্ছে। চাকরি নেই, শিল্প নেই শুধু দুর্নীতির রমরমা। আর এই সমস্ত থেকে যুবদের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দিতে সাম্প্রদায়িকতার নামে, প্রাদেশিকতার মাধ্যমে উগ্র জাতীয়তাবাদী জিগির তুলে গণতন্ত্রকে ধূলিসাৎ করে স্বৈরতন্ত্র কায়েম রাখার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই আগামী ২৮ আগস্ট বর্ধমানে ডি.এম. অফিস ঘেরাও কর্মসূচি এবং ১২-১৩ সেপ্টেম্বর সিঙ্গুর থেকে নবান্ন অভিযানে বেকার যুবদের সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

মননশীল প্রবন্ধ, গল্প, কবিতায় সমৃদ্ধ

নতুন চিঠি

শারদ সংখ্যা-২০১৯

প্রকাশিত হচ্ছে সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবারের শারদ সংখ্যা সমৃদ্ধ হচ্ছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে প্রতিষ্ঠিত লেখক কবির পাশাপাশি নবীন প্রতিভাবান লেখক-কবিদের রচনায়।

অগ্রিম অর্ডার দিন ।। মূল্য : ৫০ টাকা

আমাদের mail id : weeklynatunchithi@gmail.co, dinesh.jha09@gmail.com

নতুন চিঠি

১৯ আগস্ট, ২০১৯

সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেই উদ্বেগজনক

২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে দেশের কয়েকটি রাজ্যের স্পর্শকাতর অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটতে পারে আশঙ্কা করে কেন্দ্রীয় সরকার তৎকালীন রাজ্য সরকারগুলিকে সতর্ক করেছিল। এর মধ্যে সর্বোচ্চ স্পর্শকাতর রাজ্য ছিল উত্তরপ্রদেশ। নির্বাচনের বহু আগে থেকেই এই রাজ্যে বিজেপি হিন্দুত্বের আগ্রাসী প্রচার শুরু করেছিল। অভিযোগ সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে উসকানি ও জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে হিন্দুদের উত্তেজিত করা হয়। ফলে উত্তরপ্রদেশের বহু জায়গায় দাঙ্গা এবং হাঙ্গামা হয়। রাজ্যের মুজফ্‌ফরনগর ও সামলিতে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ২০১৩ সালে শুধুমাত্র মুজফ্‌ফরনগরে ৬০জনের বেশি মানুষ নিহত হয় এবং ৬০ হাজার মানুষ গৃহচ্যুত হয়।

লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি অনুকূল ফল পায়। পরবর্তীকালে একই কায়দায় বিধানসভা ভোটে বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় এবং রাজ্যে যোগী আদিত্যনাথের মুখ্যমন্ত্রীত্বে সরকার গঠন করে। ২০১৩ থেকে ২০১৭ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের মুজফ্‌ফরনগর, শাহরানপুর, মীরাট, গৌতম বুদ্ধ নগর প্রভৃতি জেলায় অনেকগুলি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ঘটেছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক বক্তৃতা দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের মানুষকে উত্তেজিত করার অভিযোগ রয়েছে। এ পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশে, সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় যুক্ত বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে মোট ১৩১টি মামলা রয়েছে।

বিচারাধীন সেই সব মামলা মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের উদ্যোগে এখন তুলে নেওয়া হচ্ছে। এমনকি যেসব বিজেপি নেতা দাঙ্গায় অভিযুক্ত নয়, উসকানিমূলক বক্তৃতা করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধাবার দায়ে অভিযুক্ত সেসব মামলাও তুলে নেওয়া হচ্ছে তাদের উপর থেকে। কেউ কেউ ইতিমধ্যে সংবর্ধিত হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় শোভাবর্ধন করেছেন। স্বাভাবিকভাবেই তারা যথেষ্ট উজ্জীবিত। অপরদিকে ওই রাজ্যের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে আবার নতুন করে অশান্তির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে মুসলিম ও দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে- সমগ্র দেশের ক্ষেত্রেই যা উদ্বেগজনক!

সাংবাদিক ও মহকুমা প্রশাসনের প্রীতি ফুটবল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ১৬ আগস্ট : ফুটবল ম্যাচে দীর্ঘ দিনের পরাজয়ের ধারা এবারও বজায় রাখলেন কালনার সাংবাদিকরা। পরাজয়ের ব্যবধান ১-০। আগামী ১ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সর্বত্র ভোটার তালিকার সংশোধন, সংযোজন, বিয়োজনের কাজ শুরু হচ্ছে। এই কর্মসূচির বার্তা সমস্ত মানুষের কাছে পৌঁছানোর লক্ষে সাংবাদিক ও মহকুমা প্রশাসনের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করেন কালনা মহকুমা শাসক নীতেশ ঢালি। 'চলো খেলি, নাম যাচাই করি' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে কালনা মহকুমা শাসকের বাংলো মাঠে অনুষ্ঠিত ম্যাচে অংশগ্রহণ করেন মহকুমা শাসক স্বয়ং। কালনা মহকুমা শাসক একাদশের পক্ষ থেকে একমাত্র জয়সূচক গোলটি করেন অমরেন্দ্র সরকার। এই ম্যাচের আগে মহকুমা শাসক বাংলোতে চলা ফুটবল ক্যাম্পের ছেলেরাও একটি নিজেদের মধ্যে প্রীতি ম্যাচ খেলে নিজেদের দক্ষতার যাচাই করে।

এক ডজন প্রশ্ন

১. যোদ্ধা, সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্ট কবে কোথায় জন্মান? মৃত্যু কবে কোথায় হয়?

২. বাংলায় প্রথম কবে কোথা থেকে কোথা যাত্রীবাহী ট্রেনের ট্রায়াল হয়?

৩. ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? মৃত্যু কবে হয়েছিল? কোথায়?

৪. মোহনবাগান ক্লাব কবে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৫. পানামা খাল কবে উদ্বোধন হয়? এই খাল কাটা কত সালে শুরু হয়েছিল?

৬. কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য কবে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? কবে মৃত্যু হয়?

৭. ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এ.আই.এস.এফ) কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

৮. ভারতবর্ষ কবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে? প্রধানমন্ত্রী কে হন?

৯. দক্ষিণ কোরিয়া কবে স্বাধীনতা লাভ করে? কোন দেশ থেকে আলাদা হয়ে স্বাধীন হয়?

১০. কঙ্গো কবে স্বাধীন হয়? কোন সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়?

১১. 'দেশহিতৈষী' পত্রিকা কবে প্রথম প্রকাশিত হয়? উদ্যোক্তা কে ছিলেন?

১২. বাহারিন দেশটি কবে স্বাধীনতা লাভ করে? কোন সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়?

(উত্তর শেষের পাতায়)

তাৎক্ষণিক তিন তালাক বাতিল প্রশ্নে কিছু কথা

সেখ সাইদুল হক

বর্তমানে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর দানের পর সারা দেশে তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা বাতিল হয়ে গিয়েছে। মোদী সরকার একে বিরাট সাফল্য হিসাবে বর্ণনা করে মুসলিম নারীদের সম্মান ফিরিয়ে দেবার কথা বলছেন। অবশ্য এর আগেই ২০১৭ সালের ২২ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট সায়রা বানু ও ভারত সরকার মামলা সহ অন্যান্য মামলাগুলি সন্নিবিষ্ট করে তাৎক্ষণিক তিন তালাক বা তালাকে বিদ্দতকে বেআইনি ঘোষণা করেছেন। মোদি সরকার এখন এই আইন প্রণয়ন করে একদিকে যেমন বিজেপি এজেন্ডাকে কার্যকরী করলেন অপরদিকে মুসলিম মহিলাদের মন পেতে ও রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে নারী প্রগতির কথা তুললেন।

একটা ভাবনা গড়ে তোলা হচ্ছে যে তিন তালাক প্রথাই বাতিল হয়ে গেছে। মৌলবাদীরা যেমন মুসলিম জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য কথা তুলছেন, তেমনি সাম্প্রদায়িকতাবাদী বিজেপি এটা প্রচার করছে যে তিন তালাক ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় বলে মোদি সরকার একে বাতিল করে দিয়েছে। দুটি প্রচারই বিভ্রান্তিমূলক এবং বিভাজনের দৃষ্টিভঙ্গি হতে করা। তিন তালাক বাতিল হয়নি। বাতিল হয়েছে তাৎক্ষণিক তিন তালাক। দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী? তাৎক্ষণিক তিন তালাক হলো কোনো মুসলিম পুরুষ তাঁর স্ত্রীকে একসঙ্গে পরপর তিনবার তালাক উচ্চারণ করে মুখে, বা লিখে বা ফোনে তালাক (ডিভোর্স) দিতে পারেন। একেই বলে তালাকে বিদ্দত। আর তিন তালাক হলো কোন মুসলিম পুরুষ তার স্ত্রীকে তিন মাসে তিনবার তালাক বলে নব্বই দিন অপেক্ষা করে তালাক দিতে পারেন। এর মধ্যে উভয়েই নব্বই দিনের আগে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যদি বিবাদ মিটিয়ে নিতে পারেন, স্ত্রী গর্ভবতী হয়ে থাকলেও তাৎক্ষণিক তিন তালাক কার্যকরী হবে কিন্তু তিন তালাকে তা কার্যকরী হবে না।

এই তিন তালাক প্রথা বাতিল হয়নি। একে বলে তালাকে সুন্নত। এটা দুই প্রকারের। তালাকে আহসান (তিন মাসে তিনবার উচ্চারণ করা) ও নব্বই দিন দেখা এবং তালাকে হাসান (প্রথম মাসে বলে তিনমাস অপেক্ষা করা)—এই তিন তালাক ইসলামে অনুমোদিত। কোরানে 'আত্ তালাক' নামে একটি সুরা আছে। 'সুরা আন নিসা' এবং 'সুরা আলবকরাহ'তেও উল্লেখ আছে। 'সুরা আল বক্‌রাহ'তে বলা আছে— ''তালাকপ্রাপ্তা নারীরা তিন ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে (গর্ভবতী আছে কিনা জানার জন্য) ... ইতিমধ্যে তারা যদি পুনঃমিলন চায়, তাহলে তাদের স্বামীদের অধিকার আছে তাদের ফিরিয়ে নেওয়ার। আর তাদের স্ত্রীদেরও ন্যায়সঙ্গতভাবে একই অধিকার আছে। কোরাণে বলা আছে ইসলামে তালাক বৈধ হলেও আল্লাহতালা তালাককে সবচেয়ে অপ্রিয় (ঘৃণ্য) বিষয় বলে গণ্য করেন। আদি ইসলাম মতে কোনো পার্থিব লাভের ভিত্তিতে তালাক বা বিদ্দত ঘটানো উচিত নয়। বিরোধ বা কলহের অবিরাম প্রবাহ চলতে থাকলেই ইসলাম মতে তালাক বা বিচ্ছেদ কাম্য।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে তাৎক্ষণিক তিন তালাক কেন চালু হয়েছিল। এটি চালু হয়েছিল পরে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের আমলে। বিশেষ ব্যবস্থা হিসাবে যাতে ব্যাভিচার রোধ করা যায় বা তালাকের নামে নারীদের প্রতি অবিচার দ্রুত বন্ধ করা যায়। এই ব্যবস্থা ছিল একেবারেই সাময়িক। এটাও মনে রাখতে হবে সব অংশের মুসলিমদের মধ্যে এই তাৎক্ষণিক তিন তালাক চালু ছিল না। শিয়াপন্থী মুসলমানরা কোনো দিনই এই প্রথাকে মান্যতা দেয়নি। সুন্নীরা একে মান্যতা দিয়েছিল। এই তাৎক্ষণিক তিন প্রথা পাকিস্তান, বাংলাদেশ সহ একুশটিরও বেশি মুসলিম-প্রধান দেশে ইতিমধ্যে মান্যতা হারিয়েছে তালাক আইনের সংস্কারের মাধ্যমে। ভারতের গোঁড়া সুন্নী মুসলিমরা কেবল গেল গেল রব তুলছে। তিন তালাক তো বাতিল হয়নি। এছাড়া তালাকে তাফিজ কিংবা খুলা বিবাহের চুক্তিভিত্তিক তালাক প্রভৃতি চালু আছে। কেবল তাৎক্ষণিক তিন তালাক বাতিল হয়েছে।

এখন দেখা যাক বর্তমান আইনে কী বলা আছে। আইনে বলা হয়েছে একসঙ্গে পরপর তিনবার তালাক বলে বা নিয়ে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোনো স্বামী তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারবেন না। দিলে আইনগ্রাহ্য হবে না। স্ত্রী অভিযোগ করলে জামিন অযোগ্য ধারায় স্বামীকে ধরা হবে এবং তিন বছর জেল ও জরিমানা হবে। তবে স্ত্রীর বক্তব্য শোনার পর ম্যাজিস্ট্রেট তা যুক্তিগ্রাহ্য মনে করলে সাময়িক জামিন মঞ্জুর করতে পারবেন। তবে স্ত্রীকে আদালতে অবশ্যই যেতে হবে। স্থানীয় ম্যাজিস্ট্রেট ঠিক করে দেবেন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী স্বামীর কাছ হতে কত পরিমাণ ভরণপোষণের অর্থ পাবেন। ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমোদন সাপেক্ষে ওই স্ত্রী তার নাবালক সন্তানদের নিজের কাছে রাখতে পারবেন।

প্রশ্ন হলো তাহলে বামপন্থীরা বা বাম মহিলা সহ আরও কিছু গণতান্ত্রিক সংগঠন বিরোধিতা করছে কেন? তারা কি এই অগণতান্ত্রিক, নারী বিদ্বেষী এই প্রথাকে বজায় রাখতে চায়? না। একেবারেই না, তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথম কখনোই সমর্থনযোগ্য নয় কেননা তা নারীদের সম্মান ও মানবাধিকার বিনষ্ট করে। আপত্তির কারণ হলো একটি দেওয়ানীবিধিকে ফৌজদারি বিধিতে পরিণত করা নিয়ে। হিন্দু কোড বিলের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। কিন্তু মুসলিমদের ক্ষেত্রে এটা করা হলো। সুপ্রিমকোর্ট ইতিমধ্যেই এই প্রথাকে বাতিল করেছে। সংবিধানের ১৪১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের রায়ই দেশের আইন। তাহলে কেন এই আইন? স্বামীর তিন বছর জেল হলে কী ভাবে খরপোষ দেবে? সমঝোতার বা মীমাংসার পথ কি আর থাকবে? তালাকপ্রাপ্ত মহিলা ও সন্তানদের স্বামীর সম্পত্তির অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলি কী হবে? নারীদের ন্যায় বিচার দেওয়া যদি লক্ষ্য হয় তবে স্ত্রীকে পরিত্যাগের অপরাধে হিন্দু পুরুষরা কেন একই শাস্তি পাবে না? সবরীমালা মন্দিরে কেন রজঃবতী নারীদের প্রবেশাধিকারে বিজেপি আপত্তি করছে? কেন মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ হচ্ছে না? ১৯৫৬ সালে হিন্দু কোড বিল গৃহীত হয়েছে। এতে হিন্দু নারীদের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নারী নির্যাতন কিংবা বধূ হত্যা কি বন্ধ হয়েছে? আপত্তির অপর কারণ এই ধরনের আইন আনার আগে মহিলা সংগঠনগুলির সাথে, রাজনৈতিক দলগুলির সাথে, সামাজিক কিছু সংগঠনের সাথে আলাপ আলোচনা করে ঐকমত্যের ভিত্তিতে আইন আনা উচিত ছিল। তা না করে বিজেপি এটাকে সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিকোণ হতে দেখে রাজনৈতিক লাভালাভকে হিসাব করে আইন এনেছে। মূল লক্ষ্য হল ভবিষ্যতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করা যা বিজেপির এ্যাজেন্ডায় আছে। এটা হলে তো সম্প্রীতিকেই বিপন্ন করবে বিচ্ছিন্নতাবোধ বাড়বে।

ওষুধ নষ্ট

মুম্বাই পর্ব-১০

শিবানন্দ পাল

পরের দিন সকালে খবর পাওয়া গেল পেশেন্ট ঠিক আছে। রাত্রে নতুন কোনো সমস্যা হয়নি। ওদিকে যার ঘরে ফেরার কথা সে কলকাতায় পৌঁছে গিয়েছে। ধীরে সুস্থে রেডি হয়ে হাসপাতালে এলাম। কেমোর কিছু ওষুধ অনলাইনে ডবল এসে গিয়েছিল। সেগুলো ফেরত দেবার ব্যাপার ছিল, কিন্তু নার্স রসিদে ফেরত হবার কথা লিখে দেওয়া সত্ত্বেও কাউন্টারের কর্মী ওষুধ ফেরত নিলেন না। প্রথমে ওষুধ আপডেট করিয়ে আনতে বললেন একটা বিশেষ কাউন্টার থেকে। সেটা করিয়ে এনেও ডিসপেন্সারিতে কাউন্টারের কর্মী ওষুধ ফেরত নিলেন না। কারণ ওষুধ নাকি নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ওষুধ কিভাবে নষ্ট হল! সঠিক ভাবে নাকি ওষুধ রাখা হয়নি। হাসপাতালের নার্সরা বললেন ব্যাপারটা আমরা ডিস্পেনসারিতে কাউন্টারের কর্মীকে ঠিক মতো বোঝাতে পারিনি।

কি করে বোঝাই বিষয়টি। পেশেন্টকে হাসপাতালের কেবিনে কেমো দেওয়া হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি অবস্থায় কেমো বা পেশেন্টের সমস্ত মেডিসিন ডাক্তার অনলাইনে লিখেছেন এবং সেগুলো নার্স কর্মীদের নির্দেশে স্বাস্থ্যকর্মী ডিস্পেনসারি থেকে নিয়ে এসে সংশ্লিষ্ট কেবিনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নার্সের হাতে জমা দিয়েছেন। নার্স সেগুলো কেবিনের ফ্রিজে রেখেছেন। পেশেন্টের এই ধরনের এমন কিছু ওষুধ থাকে যেগুলো ফ্রিজে রাখতে হয়। ফ্রিজে রাখার ওষুধগুলো আসে আইসব্যাগ সমেত। পেশেন্টের কেবিনে ফ্রিজ রয়েছে, সেখানেই ওষুধ রাখা হয়।

গতকাল কেমো দেওয়ার সময় অনলাইনে ডাক্তার যেসব ওষুধ লিখেছেন, তা আসার পর আমাদের একজন দেখতে পায় একই ওষুধ কেবিনের ফ্রিজে আগের দিন সন্ধ্যায় এনে রাখা আছে। এত ওষুধ লাগবে? প্রধান নার্সের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে জানা গেল ডবল ডবল ওষুধ লেখা হয়েছে অনলাইন-এ এবং দেখা গেল একই ওষুধ দু'বার আসার জন্য দু'বার টাকা কাটা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে প্রধান নার্স ওষুধের রিসিটে নির্দিষ্ট ওষুধগুলো ফেরত দেবার কথা লিখে দিয়ে আইসব্যাগ সহ দ্রুত ওষুধ ফেরত দিতে নির্দেশ দিলেন আমাদের। আমরা ওষুধগুলো নিয়ে সংশ্লিষ্ট কাউন্টারে গেলাম। কিন্তু আমাদের দৌড়াদৌড়ি বিফল হল কারণ ওষুধ ফেরত কাউন্টারের কর্মীটির দৃঢ় সন্দেহ ওষুধগুলো যে তাপমাত্রায় রাখা উচিত ছিল সেভাবে রাখা হয়নি। তাপমাত্রার হেরফের হওয়ায় ওষুধগুলো নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং ওই ওষুধ আর ব্যবহার করা যাবে না, তাই ফেরত হবে না।

—এরপর চারের পাতায়

জর্জের খপ্পরে একদিন

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

আমার প্রিয় বন্ধু চন্দন ঘোষাল। বর্তমানে চন্দননগরে বাস করে। স্বনামধন্য নাক-কান-গলার বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক। রসরাজ। তার অন্তরটা সর্বদা রসে টইটম্বুর। প্রচণ্ড সাহস নিয়ে রসের খোঁজে বিখ্যাত ব্যক্তিদের বাড়ির অন্দরমহলে, হেঁসেলে ঢুকে যেতে তার জুড়ি মেলা ভার। আমাদের কলেজের ক্যান্টিনের ভেতরের ঘরটাতে আমরা, ডাক্তারি পাশ করে ইন্টার্নশীপ করছি যারা, তারা দ্বিপ্রাহরিক টিফিনের সময়ে টেবিল বাজিয়ে গান গেয়ে নরকগুলজার করে তুলতাম। চন্দন ছিল অবশ্যই মধ্যমণি। তার সার্গিদ ছিলাম আমি। ১৯৭৫ সালটা তার সাথে ঘুরে ঘুরে আমি কোথায় যাইনি? কমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে আমির খান সাহেবের অনুশীলন শুনেছি। অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে। জমা গল্প অনেক আছে। আজ শুধু বলব ১৭৪ ই রাসবিহারী এ্যাভেনিউ-এর এক বাড়িতে ধূমকেতুর মতো আমার আর চন্দনের পৌঁছে যাবার কথা। আমাকে ঘুনাক্ষরেও বলেনি কোথায় নিয়ে যাচ্ছে। একটা গলিপথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ভীষণ অগোছালো, অবিন্যস্ত একটা বারো-চোদ্দ ফুটের ঘরে। সেই ঘরের একটা খাটে লুঙ্গি পরা হুমদো চেহারার একটা লোক, প্রায় কোলের ওপর হারমোনিয়াম তুলে, তার ওপর একটা খেরোর খাতায় কি যেন আঁকিবুঁকি কাটছেন। গায়ে গেঞ্জি। ঘরের এক কোণে দুজন মধ্যবয়সী লোক 'ছ্যাক-ছোঁক' করে একটা ছোট কড়াইয়ে কি যেন ভাজাভুজি বানাচ্ছেন। অজস্র বই এদিক ওদিক ছড়ানো। খাটের ওপর চাদর এদিক-ওদিক কুঁচকে-গুটিয়ে লাট-খাট। তক্তপোষই তবে বোধহয়। তারই এক কোণে, অনুপ্রবেশকারীরা উপবেশন করলাম। দেওয়ালে র‍্যাক-বই, ঠিক যেন শিব্রাম চক্কোত্তির মুক্তারামের দেয়াল-চিত্র। ভদ্রলোক এবার চোখে মোটা ফ্রেমের চশমাটা লাগিয়ে নিয়ে

বললেন, 'অ, ডাক্তার আইছ, কী অভিলাষে?'

চন্দন অমনি গেয়ে উঠল ''ভালবাসার তুমি কি জানো? পায়ের ওপর পা-টি তুলে, হিসাবের খাতা খুলে, বসে রও আপন ভুলে, যত বলি ঢের হয়েছে, মানা না মানো''। হাঃ হাঃ হাঃ বলে অট্টহাসিতে গড়িয়ে পড়লেন তিনি। গলা খাকরে বলে উঠলেন, ''এক পাগলে ভিখ পায়না, সাত পাগলের সমাহার'' ''তোমার লগের এই পোলাডা কে? আমারে চিনো? নাকি এ্যামনেই ডাক্তারের ল্যাংবোট হইয়া আইছো? পরপর প্রশ্ন ধেয়ে এসেছে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে নিশ্চুপ। চন্দন আমাকে বারবার বলে দিয়েছিল, আমি যেন কোনও মতেই রবিতীর্থের নাম না বলি। অল্প কিছুদিন ওদের 'উত্তর কোলকাতা' শাখায় যেতুম। যদিও সে ধরনের কোনও প্রশ্ন তক্ষুনি এল না।

এবার চন্দন বলল ''আমাদের একটা অনুষ্ঠানে আপনাকে গাইতে হবে, এই দাবি নিয়ে এসেছি।''

''নাঃ নাঃ। ছাড়ান দাও। আমি ঠিক করসি, আর কোনওখানে গান করুম না।''

''তাহলে কি ধরে নেব, যে সপ্তম জর্জ তার সাম্রাজ্য ছেড়ে সাধু হয়ে যাচ্ছেন? তা সাধুর সঙ্গলোভেও তো কেউ কেউ প্রতীক্ষায় থাকে। যাদবপুরের আমার ইস্কুল, সম্মিলিত উদ্বাস্তু বালক বিদ্যালয়ের কিছু সাহায্য হতো। এক ডাক্তারবাবু, 'মাধুকরী' হিসেবে আপনাকে কিছু দেবেন বলে প্রতিশ্রুত। এই ব্যাপার!''

আমি হতভম্ব। এই লোকটা তাহলে জর্জ বিশ্বাস, দেবব্রত বিশ্বাস? কুলকুল করে ঘামতে শুরু করেছি। শরীর খারাপ লাগছে। আমি এনার ছবি দেখিনি, ''তারে আমি চোখে দেখিনি, তার অনেক গল্প শুনেছি, গল্প শুনে তারে আমি একটু একটু ভালোবেসেছি''।

''পোলাডার আবার কি হইল? অনন্ত, ওরে এড্ডু কড়া চা দে তো''।

কয়লাখনি থেকে তুলে আনা একটা সসপ্যান থেকে একটা রঙচটা কাপে কেলেকুষ্টি চা, অশ্বমুত্র এর চেয়ে ঢের ভালো, তবুও আমার পিঠে কষাঘাত হেনে আমায় যেন জাগ্রত করল। আমায় বললেন '' গাও দেখি, কি গান জানো।'' নিজেই হারামোনিয়ামটা টেনে সুর লাগালেন। বাঘের থাবায় ইঁদুর ধরা পড়েছে। সে আর কি করে?

গাইলাম ''গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি, তখন তারে চিনি আমি, তখন তারে জানি''। চোখ খোলা ছিল না। সাহস পাইনি। কিন্তু এত অপূর্ব সে হারমোনিয়াম সঙ্গত যে আমাকে নিংড়ে, প্লাবিত করে, দ্রবীভূত করে প্রকৃত-সুরের অশ্রুপূর্ব মিশ্রণ ঘটিয়ে ছাড়ল। তিনি নিজেও যোগ দিলেন ''তখন তারি আলোর ভাষায়, আকাশ ভরে ভালোবাসায়...''। কতো মুহূর্ত, কতো যুগ! গান থামে, কিন্তু সুরের মুর্ছনা যেন আবহমান থেকেই গেলো।

''এই ছ্যামড়ারে মাঝে মাঝে লইয়া আইসো। আর হ, তোমাগো ইস্কুলে আমি যামু। ঠিক ছয়টায় বিকালে আমারে ট্যাক্সি কইরা লইয়া যাইবা।''

চন্দন বলেছিল ''আমি ব্যস্ত থাকব। এই ছ্যামড়ারে পাঠাইয়া দিমু''।

ছ্যামড়া। বাঙাল ভাষায় ছোকরা। সে যে এতো প্রশ্রয়, এতো প্রগাঢ় ভালোবাসার দ্যোতক, যে তাতেই বুঁদ হয়ে থেকে গেলাম প্রায় চার দশক।

হিটলার নিয়ে

রঘুবীর সিং

হিটলার তার বাক্‌চাতুর্যে জার্মান জাতির সামনে একটা স্বপ্নরঙিন দিনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন। বক্তৃতা দেবার কায়দা-কানুন শেখার জন্য একজন নাট্যবক্তিত্বকে ডেকে নিয়েছিলেন। ড. কানাই গাঙ্গুলী ফ্যাসিবাদের উত্থানপর্বে জার্মানিতে আটকে পড়েছিলেন। অবশ্য আর এক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৈয়দ মুজতবা আলিও সেই সময় জার্মানিতে গিয়েছিলেন। ড. কানাই গাঙ্গুলী গ্যয়টের ফাউন্ট-এর প্রথম বাংলা অনুবাদক। দ্বিতীয় বাংলা অনুবাদক ঢাকার আহ্‌মদ ছকা। ড. গাঙ্গুলীর কাছে হিটলারের বক্তৃতার ধরণ-ধারণ শুনেছিলাম শান্তিনিকেতনে ৬-এর দশকে। অনেক পরে প্রখ্যাত অভিনেতা শেখর চট্টোপাধ্যায়ের একটি নাটকেও এটা দেখিয়েছিলেন। তরুণ অপেরায় অভিনীত শম্ভু বাগ রচিত নাটক হিটলারে প্রখ্যাত অভিনেতা শান্তিগোপাল সার্থক ভাবে সেইসব অভিব্যক্তি অসাধারণ নৈপুণ্যে তুলে ধরেছিলেন।

ধান ভানতে শিবের গীত হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দিদিও আচরণে আচারে হিটলারের অক্ষম অনুকরণের চেষ্টাই করে এসেছেন এতকাল যোগ্য কোনো শিক্ষাদাতার সাহায্য ছাড়াই। লম্বা মঞ্চ—এপাশ থেকে ওপাশ সদর্পে পদচারণ করতে করতে কর্ডলেশ মাইক হাতে ভাষণ। যা বলতেন আমলাবর্গ তাই টুকে নিতেন এবং সেটাই হয়ে যেত পরবর্তীতে কানুন।

ক'মাস ধরে দেখছি প্রশান্ত আসার পর তার উপদেশ মতোই চালচলন ঠাটবাট সব পাল্টাতে শুরু করেছেন। শোনা যায় ২৫ হাজার কোটি টাকার বিনিময়ে নরেন্দ্র মোদীজির নির্বাচন সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়টি পরিচালনা করেছেন। এই বিশেষজ্ঞ মানুষটি স্বপ্ন ফেরি করার একজন দক্ষ কারিগর। এই কর্পোরেট সমাজে সবটাই পণ্য রাজনীতিটাও পণ্য। কর্পোরেট জগতের অন্যান্য পণ্যের মতোই রঙিন মোড়কে একে পরিবেশন করতে হয়। একসময়কার স্টালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত 'ঝড়' উপন্যাসে পড়েছিলাম আমেরিকান সাংবাদিক তার এক রুশ সহকর্মীকে বলছেন, আরে আমাদের তৈরি সাবান সুন্দরী সুন্দরী মহিলাদের দিয়ে বিজ্ঞাপন করা হয় আর তোমাদের সাবানের সাদামাটা বিজ্ঞাপন—এই এই উপাদানে তৈরি হয়েছে এটা। তোমাদেরটা ভালো হলেও বিজ্ঞাপনের কুশলতায় আমেরিকান সাবানের চাহিদা তোমাদের দেশেও প্রচুর।

কল্পরাজ্যের এই আইডিয়াটাকেই নানা ছন্দে বিভঙ্গে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে মোদীজি তুলে ধরেছেন সারা দেশ জুড়ে। বণিককুল রাশি রাশি টাকা জুগিয়েছেন মোদীজির পিছনে, সুদে আসলে ফেরত পাবার আশায়। বাস্তবে ঘটছেও তাই। সরকার গঠনের পর থেকে সংবিধানের সব ধারাকেই ধারাপাত বইয়ে তুলে রেখেছেন। সমস্ত সরকারি সম্পত্তি বণিককুলের কাছে তুলে দেবার জন্য। ভারত একটা বৃহৎ মুদিখানায় পরিণত হবে—এটা সগর্বে ঘোষণা করেছেন সরকারের মাতব্বররা। আমাদের দিদি সেই প্রশান্তকেই ধরেছেন। মুফতে কি কিছু হয়? তৃণমূলের অনেক টাকা। ছবি বিক্রির কোটি কোটি টাকা তো আছেই। মন্দ লোকে বলে কালিঘাট এবং কয়লাখনির হিস্যাও নাকি কোটি কোটি টাকা। তৃণমূলের বিধায়ক এবং প্রাক্তন মেয়র তো বলেই দিয়েছেন চারশো কোটি টাকা তাহলে তৃণমূলের আছে।

ইতিমধ্যেই টিম নেমে পড়েছে মাঠে। সবক শেখাচ্ছে গ্রাম নগরে। বিনম্র আবেদন—সাধারণ গৃহস্থ ঘরে রাত্রিবাস এবং আসার ইত্যাদি ইত্যাদি। দিদিকে বলো কার্ডে সব অভিযোগ জানানোর আর্জি। সেগুলো হাজারে হাজারে সরকারি দপ্তরে জমা পড়েছে। টিম পি.কে-র লোকজন সেগুলো নবান্নে গিয়ে অফিস করতে গেলে আপত্তি করেন দুইজন বিসিএস অফিসার। বেসরকারি লোক কোনো অনুমতি ছাড়া কিভাবে সরকারি দপ্তরে ঢোকে। কিন্তু দিদির নির্বাচন যে সামনে তারই কাজ এটা। তুরন্ত এই দুই অফিসারকে বদলি করে দেওয়া হল।

বিধায়ক টিম পি. কে-র নির্দেশমতো এদের ঠিক করে দেওয়া বাড়ি বাড়ি যেতে গেলে স্থানীয় প্রাক্তন কমিশনাররা বাধা দিচ্ছেন। বিধায়করা বিপাকে পড়েছেন। অভিযুক্তদের সঙ্গে নিতে মানা পি কে টিমের। এভাবে কি জনসংযোগ হয়?

ই ডি মাঝে মাঝেই ডেকে পাঠাচ্ছে সংশ্লিষ্ট আমলা মন্ত্রী পুলিশদের। পুলিশের বিরাট একটা অংশ নাকি সারদার সমস্ত নথিপত্র লোপাট করে দিয়েছে। ওদের কাজের ডায়েরি বই এবং ল্যাপটপের গুরুত্বপূর্ণ সবকিছুরই হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলিতে কোটি কোটি টাকা লেনদেনের কথা আছে। এগুলি গোপন করেই কিছু আধিকারিকের নাকি প্রমোশনও হয়েছে। নির্বাচনগুলি লড়তে এইসব টাকার কিছু অংশ ব্যবহার করা হয়েছে গোটা রাজ্যে। কোথাও তো চাঁদা তুলতে দেখা যায়নি, অথচ প্রতিটি পাড়ায় যুব সমাজকে উচ্ছৃঙ্খল করার জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা হচ্ছে।

রোজভ্যালি কাণ্ডে শোনা যায় সারদার চেয়েও বেশি টাকা যুক্ত ছিল। যেসব নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পাহাড়ের সুরম্য গোপনে মিটিং হয়েছিল তাদের কিন্তু এখনো ইডি এত্তেলা পাঠায়নি। যদিও আগামী নির্বাচনকে সামনে রেখে দিল্লির কর্তৃপক্ষ ইডি-কে কাজে লাগাচ্ছে। ই ডি একান্তই প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের আজ্ঞাবহ। প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজনে রাজনৈতিক কাজেই মূলত ব্যবহৃত হয়। আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের পুলিশ নিরপেক্ষ নয়। রাজপুরুষদের কোন অপরাধই এরা তত ক্ষতিকর বলে মনে করে না। পুঁজিবাদী দেশের অন্য অংশে দোষ থাকলেও প্রশাসন কিন্তু নিরপেক্ষ। ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী গাড়িকেও অন্যদের মতোই লাইন মেনে এগোতে হয় গতিবেগ মাত্রা ছাড়ালে যথোচিত শাস্তির বিধান আছে সবার। আমাদের দেশেই পুলিশ অপেক্ষা করে শাসক শ্রেণির কোনো নেতার মন্ত্রণার উপর। গুরুতর অপরাধেও লঘু ধারা প্রয়োগ হয়। হালফিল রাজ্যে অনেকগুলি ঘটনাই পাঠকের দৃষ্টি এড়ায়নি। পাড়ার খুদে হিটলাররা এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। এরা পেশীবলকেই প্রধান্য দেয় মসিবলের উপর। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু সৎ। কে কে চোর তা কিন্তু আগেই বলে দিয়েছিলেন। এরকম সৎ মানুষকে কুর্নিশ। বিরোধীরা পথে নেমেছেন। পথই পথের নিশানা দেবে।

পুতল নাচের ইতিকথা

শুভময়

বর্ধমান শহরে লোকায়ত পুতুল নাচের আসর বসেছে নানান মেলায়। সাঁওতাল গোষ্ঠীর চদরবাদনি হল পুতুল নাচের এক কৌম রূপ। আধুনিক পুতুল নাচের দুই পুরোধা সুরেশ দত্ত ও হীরেন ভট্টাচার্যের পুতুল নাটক আমন্ত্রিত হয়ে এসেছে বর্ধমান স্বাস্থ্য মেলার মাঠে। বর্ধমানবাসী মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন কীভাবে নিষ্প্রাণ পুতুল প্রাণ পেয়ে অপরূপ গল্প বলে যায়। যে গল্পের আবেদন যেন মানুষের বলা গল্পের থেকেও বহুগুণ বেশি।

বর্ধমান শহরে পুতুল নাচের নিজস্ব ধারা সৃষ্টি করলেন শিল্পী স্বপন রায়। সহযোগী হলেন সহকর্মী ক্ষীরোদবিহারী ঘোষ ও রঞ্জিত দাস। সঙ্গে ছিলেন বিভাসরঞ্জন দাস, সঞ্জীব চক্রবর্তী, দিলীপ নাগ (বাকু), সুলেখাদি ও রতন রায়, দুই সন্দীপ, সোনালী মুখার্জী, অজয় দে, ভঞ্জবাড়ির শম্পা, টুম্পা, ঝুম্পা, রুম্পা, পম্পা ঘোষ ও আরো অনেক স্কুলের ছেলে-মেয়ে। প্রথম দুটি নাটক 'দাদুর দস্তানা' ও 'হলদে ঝুটি মোরগটি' লিখে দেন অমল বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘরোয়া সরঞ্জাম ও অদম্য উৎসাহ সম্বল করে সৃষ্টি হল প্রযোজনা। ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে আয়োজিত শিশুমেলায় বর্ধমান টাউন স্কুলের মাঠে দুটি নাটক ও 'ঝগড়া বিবাদ বন্ধ' নামে একটি স্কেচ এক সপ্তাহ ধরে অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান শহরের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে নতুন মাত্রা দিল 'বর্ধমান পাপেট থিয়েটার অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার'। ধাপে ধাপে সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' সহ সঞ্জীব চক্রবর্তীর রচনায় পরিবেশ, স্বাস্থ্য, সামাজিক সমস্যা, লোককথা, রবীন্দ্রনাথের গল্প ও মহাভারত সহ নানা বিষয়ে বহু নাটক একে একে প্রযোজিত হয়েছে। দলের সঙ্গে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন ময়ূখ নাট্য গোষ্ঠী, গৌতম সান্যাল, বিশ্বজিৎ নাগ, অমিতাভ চন্দ্র, নিমাই দে, কল্লোল কোনারের মতো উৎসাহীরা।

আলোকসম্পাত করেন গোপাল রাজ ও পরে বাচা।

দূরদর্শনে ও ভারতের নানা স্থানে পুতুল নাটকের ডাক এসেছে বারবার। সর্বভারতীয় পাপেট মানচিত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান করে নেয় বর্ধমান পাপেট থিয়েটার অ্যান্ড কালচারাল সেন্টার।

একে একে দলে যোগ দিয়েছিলেন তরুণ উৎসাহী পার্থ চ্যাটার্জী, পার্থপ্রতিম পাল ও তাঁর সহযোগীরা। পার্থপ্রতিম নিজস্ব ঘরনায় পাপেট নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষার তাগিদে গঠন করলেন নতুন দল 'দ্য পাপেটিয়ার্স'। প্রথম দুই প্রযোজনা 'ইচ্ছাপূরণ' ও 'সাত ভূত'। পরে উপেন্দ্রকিশোরের গল্প থেকে সৃষ্ট 'মামাভাগ্নে' বিপুল জনপ্রিয়তা পায়। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নানা দলের সঙ্গে সহযোগিতা করে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে যোগদান, প্রথাগত শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে আধুনিক করে তোলা, বান-রাকু পাপেট, শ্যাডো পাপেট ও মাপেট নিয়ে বীরপুরুষের মতো নানা ফর্ম ও কনটেন্টের পরীক্ষা করা পার্থপ্রতিম পালের দলের বৈশিষ্ট্য।

বর্ধমান শহরের নিজস্ব সাংস্কৃতিক চর্চার যে বর্ণময় ঐতিহ্য আছে তাতে ব্যতিক্রমী সংযোজন হল দুই পাপেট দলের দুই ধারার চর্চা—সাবেকি ধারা ও আধুনিকতার মিশ্রণ এবং বিশুদ্ধ

—এরপর চারের পাতায়

—প্রথম পাতার পর

দেশপ্রেম দিবস পালন

পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে বামপন্থীরাই সঠিক অবস্থান নিয়েছিল। বরং আর.এস.এস বর্তমান বিজেপি স্বাধীনতা আন্দোলনে ব্রিটিশদের দালালি করেছে। দেশের পক্ষে ওদের কোনো ইতিহাস নেই। কমিউনিস্টদের অতীত আছে, ইতিহাস আছে। তাই ৩৭০ ধারা, ৩৫-এ ধারা বিলোপ করে ইতিহাসকে অস্বীকার করছে বিজেপি।

দেশের সংবিধান, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের ঐতিহ্য দৃঢ় করো সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও ঐক্য—এই দাবিতে সিপিআই(এম) বর্ধমান সদর-১ এরিয়া কমিটির উদ্যোগে এদিন গোলাপবাগের কেশবগঞ্জ চটিতে ২ ঘন্টা অবস্থান বিক্ষোভ করা হয়। বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম) নেতা মহবুব আলম, মৃণাল কর্মকার, হাসনাত জালালি, শ্রীকান্ত ঘোষ, চন্দন সোম। সভাপতিত্ব করেন দেবু রায়।

সিপিআই(এম) গলসী-১ এরিয়া কমিটির ডাকে বুদবুদ এ্যামুনেশন রোডে দু-ঘন্টার অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়। বক্তব্য রাখেন সাইদুল হক, হারাধন ঘোষ, দেলোয়ার হোসেন, শ্যামচাঁদ মাঝি, নন্দ সাউ ও সমীর রায়। সভাপতি ছিলেন কমল সরকার। গলসী-২নং এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকেও গলসী বাজার মোড়ে বিকালে ৭৩তম স্বাধীনতা দিবসে পথসভায় বক্তব্য রাখেন সৈয়দ হোসেন, শিশির কেশ ও রামপ্রণয় গাঙ্গুলী। সভাপতিত্ব করেন রণজিৎ ঘোষ।

মৃদুল সেন প্রণীত

স্মৃতির সরণী বেয়ে

প্রকাশিত হয়েছে।

রয়েছে :
চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহের শহিদ অপূর্ব সেন
প্রসঙ্গে অজানা কথা।
নেতা ও মানুষ প্রমোদ দাশগুপ্তের নানান দিক নিয়ে
লেখকের সন্ধানী দৃষ্টিতে স্মৃতিচারণ
জরুরী অবস্থাকালীন দীর্ঘ ১৭ মাস প্রেসিডেন্সি জেলের
কারান্তরালে লেখকের অভিজ্ঞতা ও নানান প্রসঙ্গ

পর্যালোচনা করেছেন—
অধ্যাপক শুভঙ্কর চক্রবর্তী
প্রকাশক
বইচিত্র
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, ব্লক নং ৬, স্টল নং ১৩ এ, কলকাতা-৭০০০ ৭৩

পাওয়া যাচ্ছে
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রা. লি.
কলকাতা ও বর্ধমান শাখায়
এছাড়াও নতুন চিঠি পত্রিকা দপ্তর
৬২ বি.সি. রোড, অনিতা সিনেমা লেন, বর্ধমান-১

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১. ১৭৬৯ সালের ১৫ আগস্ট, ভূমধ্যসাগরের কার্সিকা দ্বীপে, মৃত্যু ৫ মে, ১৮২১ সেন্ট হেলেনা দ্বীপে। ২. হাওড়া থেকে হুগলী। ১৮৫৪ সালের ১৫ আগস্ট। ৩. ১৮৭২ সালের ১৫ আগস্ট কলকাতায়, মৃত্যু ৫ ডিসেম্বর ১৯৫০ পণ্ডিচেরীতে। ৪. ১৮৮৯ সালের ১৫ আগস্ট, উত্তর কলকাতার মোহনবাগান ভিলায়। ৫. ১৯১৪ সালের ১৫ আগস্ট, কাটা শুরু ১৯০৪ সালে। ৬. ১৯২৬ সালের ১৫ আগস্ট, কলকাতার মহিষ হালদার স্ট্রিটে, মৃত্যু ১৩ মে ১৯৪৭ সাল। ৭. ১৯৩৬ সালের ১৫ আগস্ট। ৮. ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট, পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। ৯. ১৯৪৮ সালের ১৫ আগস্ট, জাপান থেকে। ১০. ১৯৬০ সালের ১৫ আগস্ট, ফ্রান্স। ১১. ১৯৬৩ সালের ১৫ আগস্ট, কমিউনিস্ট নেতা সমর মুখার্জী। ১২. ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট, ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে মুক্ত হয়।

পুতল নাচের ইতিকথা

—তিনের পাতার পর

আধুনিকতার চর্চা। উভয় দলই বর্ধমান শহরকে সর্বভারতীয় স্বীকৃতি এনে দিয়েছে। তাদের অভিনন্দন না জানিয়ে উপায় নেই।

দ্য পাপেটিয়ার্স নিছক শিল্পচর্চা বা বিনোদনের সীমানা ছাড়িয়ে কিছু দায়িত্ব পালন করে থাকে। দল প্রতি বৎসর একটি পুতুল নাচের উৎসব সংগঠিত করে যার ফলে শহরে পাপেট সম্পর্কে একটি চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামের প্রত্যন্ত অংশ থেকে প্রতিভাবান লোকশিল্পীকে নিয়ে এসে তাঁর জন্য স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে লোকশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্যোগ গ্রহণ করে দ্য পাপেটিয়ার্স। স্কুল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পুতুল তৈরি ও প্রযোজনার ওয়ার্কশপ সংগঠিত করে সৃজনশীলতাকে উৎসাহিত করা এবং মাধ্যমটিকে বাঁচার অক্সিজেন দেবার কাজ করে থাকে। দ্যা পাপেটিয়ার্স পর্যায়ক্রমে পাপেটশিল্পে অবদানের জন্য অগ্রজদের সম্মাননা প্রদর্শন করে থাকে। দ্যা পাপেটিয়ার্সের উদ্যোগে একে একে সম্মানিত হয়েছেন বর্ধমানে পাপেট শিল্পের ভগীরথ স্বপন রায়, সহযোগী শিল্পী ক্ষীরোদবিহারী ঘোষ এবং বিগত ৬ জুন তারিখে সঞ্জীব চক্রবর্তী। সংস্কৃতি লোকমঞ্চে সঞ্জীব চক্রবর্তীর পাপেটশিল্প ও সামগ্রিকভাবে বর্ধমানের ইতিহাস ও শিল্পচর্চায় অবদানের জন্য এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন অনির্বাণ বিশ্বাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বঙ্গ-পুতুল সংস্থার কর্ণধার শুভ জোয়ারদার।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্যায়ে পার্থপ্রতিম পালের ভাবনায় এবং পরিচালনায় নতুন বর্ণাঢ্য সৃজন 'মিঃ অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ডজ' দর্শকদের মুগ্ধ করে।

পঞ্চকন্যার সংবর্ধনা

—প্রথম পাতার পর

ক্রিনিকের জয়েন্ট ডাইরেক্টর ডাঃ অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাঃ সোনালী বন্দ্যোরপাধ্যায়ের। তাঁদের সংস্থার চতুর্থ প্রতিষ্ঠা দিবস ১৫ আগস্ট ২০১৯ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিকের রাজ্যের আরো ২০ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে ডাক পড়ে মন্তেশ্বরের পঞ্চকন্যারও। সেখানেই সোমা দে, প্রিয়া দাস, বৈশাখী ঘোষ, তন্দ্রা দে এবং অঙ্কিতা ঘোষের হাতে তুলে দেওয়া হয় মানপত্র ও আর্থিক সহায়তার চেক। শুধু তাই নয়, তাদের যাতায়াতের জন্য টাটা সুমো ভাড়া থেকে ওই দিনের খাওয়া-দাওয়া সবই বহন করে উল্লেখিত সংস্থা। এই পঞ্চকন্যা সিজনা-উজনা পঞ্চপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ২০১৯-এ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় দেয়। মে মাসের শেষ দিকে ফল প্রকাশ হতেই দেখা যায়—এই স্কুলের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে তারা সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছে। শতকরা হিসাবে এই পঞ্চকন্যার প্রাপ্ত নম্বর ৮২ থেকে ৮৮ শতাংশ।

অর্থদান প্রাক্তন শিক্ষকের

—প্রথম পাতার পর

ছিলেন—মন্তেশ্বর ব্লকের বিডিও বিপ্লব দত্ত। অবসর প্রাপ্ত নিঃসন্তান শিক্ষক তপন কুমার ঘোষ কয়েক বছর আগে এই স্কুল থেকেই অবসর নেন। বর্তমানে স্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতি তপনকুমার ঘোষের দান করা অর্থে এই স্কুলের প্রজেক্ট রুমের আসবাবপত্র ক্রয় করা হবে। তপনবাবুর এই অর্থ দানই প্রথম নয়, ইতিপূর্বে কয়েক দফায় এই স্কুলকে নগদ প্রায় দশ লক্ষ টাকা এবং খেলার মাঠের জন্য দুই বিঘা জমি দান করেছেন। স্কুলকেই নয়, বহু গরিব মেয়ের বিয়েতে আর্থিক সহায়তা দিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর একটাই লক্ষ্য সন্তানসম ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষায় অগ্রগতি ঘটানো। পাশাপাশি সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

ওষুধ নষ্ট

—দুয়ের পাতার পর

হাসপাতালের এসি বিল্ডিংয়ের এসি কেবিনের ফ্রিজে রাখা সত্ত্বেও ডিস্পেনসারি থেকে সাপ্লাই করা ওষুধ মাত্র কয়েক ঘন্টায় অব্যবহারযোগ্য হয়ে যাওয়ার বিষয়টি আমাদের মোটেও ভালো লাগেনি। ওষুধ সাপ্লাই হয়েছে আইসব্যাগ সহ। ডিসপেন্সারি থেকে পেশেন্টের কেবিন পুরোটাই শীতাতপনিয়ন্ত্রিত একই বিল্ডিংয়ের অংশ। ওষুধ নিয়ে এসে সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিজে রাখা হয়। প্রধান নার্সের নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যত্ন সহকারে তা নির্দিষ্ট জায়গায় ফেরত দিতে যাওয়া হয়। কিন্তু কিচ্ছু করার নেই। হাজার তিনেক টাকার ওষুধ নষ্ট হল।

মন আমাদের খারাপ ছিল। আজ আরো খারাপ হল। ইতিপূর্বে এরকম একটি অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছিল। হাসপাতালে প্রথম ভর্তির পর পেশেন্টের ডবল ডবল ওষুধ লেখা হচ্ছিল। ডাক্তারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে ডাক্তার বলেছিলেন, ওগুলো লাগবে, এই তো শুরু। বাস্তবে যতটা কেনা হয়েছিল ততটা ওষুধ কিন্তু তখন লাগেনি।

আসলে দামি ওষুধ বা ইঞ্জেকশন যদি প্রয়োজনের তুলনায় বেশি লেখা হয় এবং ফেরত না নেওয়া হয় তবে পেশেন্টদের খুব সমস্যা হয়! এই রোগের চিকিৎসার জন্য দীর্ঘদিনের খরচের ব্যাপার জড়িয়ে আছে। কম টাকার ব্যাপার নয় সেটা। টাকার অভাবের জন্য অনেকে ঠিক মতো চিকিৎসা করাতে পারেন না। আবার যোগাড়ের জন্য অনেক পরিবার ঘটি বাটি হারিয়ে পথে বসতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে আমরা টাকাগুলো বাঁচাতে পারতাম কিন্তু হাসপাতাল কর্মীর অসহযোগিতার জন্য তা সম্ভব হল না।

সকাল থেকে ওষুধ ফেরতের ঝামেলায় ব্যস্ত থাকায় পেশেন্টের দিকে নজর দিতে পারিনি। দুপুরের আহারের পর পেশেন্টের কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছিল। বমি বমি ভাব ছিল, ভালো করে খেতে পারেনি। মুখের মধ্যে বিজিবিজি কিছু একটা হয়েছে বোঝা গেল। বুঝলাম বিষয়টি ডাক্তারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। সিস্টারদের বলা হলেও ওরা খুব একটা গুরুত্ব দিয়েছে মনে হল না। পেশেন্টের ঘুমের ভাব আছে কিন্তু ঘুমাতে পারছে না। একটা অস্থির ভাব রয়েছে। এগুলো সবাই কেমো পরবর্তী সাইড এফেক্ট বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এর কোনো ওষুধ নেই। বেলা সওয়া চারটের সময় পেশেন্ট হলুদ গোলা জলের মতো বমি করলো। আমাদের কারো কারো 'ওয়াক' ওঠার মতো অবস্থা। ঘরের মধ্যে ওষুধের গন্ধ ভাসছে।

'ক্যান্সার' শব্দটা শুনলেই সাধারণ মানুষের শারীরিক এবং মানসিক যন্ত্রণা শুরু হয়ে যায়। ক্যান্সারকে এখনও সকলে ভীষণ ভয় পায়। কারণ বেশ কিছু ক্যান্সার রয়েছে, চিকিৎসা করালেও আশাপ্রদ সুফল মেলে না। কিন্তু মানবদেহে সব ক্যান্সারের চরিত্র ভয়ংকর নয়। যত রকম ক্যান্সার আছে, তার চারভাগের একভাগ মাত্র চিকিৎসায় ভালোভাবে সাড়া দেয় না। বাকি তিনভাগে ক্যান্সারের চিকিৎসায় নিশ্চিতভাবে সুফল পাওয়া যায়। আবার আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান দাবি করে ওই তিন ভাগ ক্যান্সারের এক-তৃতীয়াংশ চিকিৎসায় সম্পূর্ণ ভাবে সেরে যায়। ক্যান্সার ছোঁয়াচে নয়, অথচ রোগটি মানবদেহে স্থায়ীভাবে গেড়ে বসার পরই চিকিৎসকদের চোখে ধরা পড়ে। যেকোনো পেশেন্টের কাছে এটাই বড্ড দুঃখজনক। সেজন্য পেশেন্টের মানসিকতা শক্ত রাখা দরকার। পেশেন্টের নিকটজনকেও শক্ত হওয়া দরকার।

জানতে পারলাম পেশেন্টের আজ পটি হয়নি, বোঝা গেল পেটে বাতাস জমেছে। পটি হলে হয়তো এরকম বমি-টমি হতো না।

সন্ধ্যা সাতটার পর বাসার ফিরলাম মাথায় অজস্র চিন্তা। আমাদের একজন ফিরে গেছে কলকাতায়। হাসপাতালে রুগীর সাথে দু'জন থাকছে। রুগী এবং অ্যাটেনডেন্টের খাবারে ওদের হয়ে যায়। পৃথক খাবার কিনতে হয় না। তবে পেশেন্ট হাসপাতালের খাবার খেতে পারে না। তার মুখে রোচে না, তার জন্য ডিম ভাজা বাইরে থেকে কিনে আনা হয়। তবে টাকা খরচ হচ্ছে বলে বেশিরভাগ খাবার যতটা সম্ভব কোনো রকমে খেয়ে নেয়। টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতালে পেশেন্টদের প্রচুর খাবার নষ্ট হয় দেখেছি। সেদ্ধ ডিম, কলা, মুসম্বি লেবু, পাঁউরুটির খাবার, রাজমার তরকারি, টক দই ইত্যাদি দেখতাম প্রতিদিন পেশেন্টরা না খেয়ে ফেলে দিচ্ছেন। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের সতর্ক হওয়া উচিত। পেশেন্টদের টাকাতেই এসব কেনা হয়ে থাকে। আগের দিনের ফল ফ্রিজে রাখা হলে নার্স বিরক্ত হয়। খাওয়া না হলে ফল ফেলে দিতে হবে। মধ্যবিত্ত বাঙালি সাধারণত পুজোর প্রসাদে কুচো ফল খেতে অভ্যস্ত। অসুস্থ না হলে বাঙালিরা সাধারণত ফল খায় না। সেই বাঙালি ফ্রিজে রাখা একদিনের বাসি ফল ফেলে দেবে?

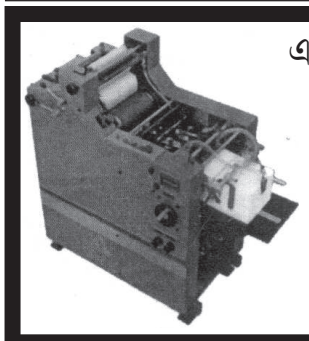

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ

সাধনা প্রেস

১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫

Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com

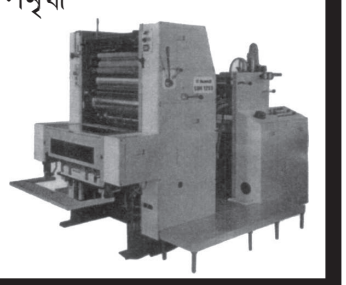

ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। বার্তা সম্পাদক : দিনেশ ঝা। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা